অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। এ আমার ইতিহাস এ আমার বুকে।।

আট বছর আগের এ গল্প। ২০০২-এর শেষার্ধে এক শুক্রবারে হঠাৎ ফোন পেলাম মোস্তফা কামালের। মোস্তফা কামালকে এ শহরের কম বেশী সবাই চেনেন। ক্যামেরা কখনো হাতে কখনো বা ঘাড়ে নিয়ে তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে উপস্থিত। না, তাঁর কোন নিজস্ব ওয়েব সাইট নেই। কোন দল বা সংগঠনের সাথেও জড়িত নন। তবু তাঁকে ক্যামেরা হাতে পাওয়া যায় সুকুমার সব কর্মকান্ডে। এবং সবটাই তাঁর নেশা বা ভালোলাগা বলা যায়। ছোট ছোট ডকুমেন্টারী বা এ্যালবাম তৈরী করাটা তাঁর যেন একটা প্রাণের তাগিদ – আত্মতৃপ্তি। অনেক সময় মনে হয় কোথায় যেন একটা দায়বদ্ধতাও আছে তাঁর।

তো সেই মোস্তফা কামাল ফোন করে বললেন – পারভেজ ভাই, আমার একটা কাজে আপনার একটু সাহায্য চাই। সংক্ষেপে কামাল যা বললেন তা হলো - তাঁর অনেকদিনের স্বপ্ন তিনি এই প্রবাসের বাংলাদেশী প্রজন্মের জন্য ডকু-ফিল্ম জাতীয় কিছু একটা করতে চান যা থেকে প্রজন্ম জানবে তারা কারা। শেকড়টা কোথায়। যে বাংলাদেশে তাদের শেকড় সেই বাংলাদেশটাই বা কেমন করে হলো। কি তার ইতিহাস। কামালের লালিত স্বপ্নের কথা শুনে মনে হলো আমার এক স্বপ্ন যেন কেমন করে একাকার হয়ে যাচ্ছে ওঁর স্বপ্নের সাথে। বললাম আপনার সাথে কাজ করতে আমি সত্যিই আগ্রহী। বলুন কি করতে পারি। তিনি বললেন ইতিহাসের প্রয়োজনে ভিডিও এবং ছবি যা দরকার তা আমার সংগ্রহে আছে আপনি কেবল কথাগুলো বসিয়ে দেবেন। অর্থাৎ একটা স্ক্রীপট তৈরী করে দেবেন এবং আপনিই সেটা উপস্থাপনা করবেন। বললাম স্ক্রীপটা না হয় করে দিলাম কিন্তু উপস্থাপনাটা যাঁরা খুব ভালো করেন তাঁদের দিয়ে করান। বললেন না আমি চাই আপনিই করবেন। যাহোক, তাঁর নানান যুক্তি শুনে বললাম ঠিক আছে আগে স্ক্রীপট হোক তারপর দেখা যাবে। কামাল বললেন ঠিক আছে তা'হলে আমি কাল বা পরশু আসছি। মানে? বললেন আমি খুব তাড়াতাড়ি এটা করতে চাই। কাল অথবা রোববারে আসি তখন দেখা যাবে। আমি বললাম সত্যি বলতে কাল বিকেলেই আমি সপ্তাহ দু'য়েকের জন্য ইউরোপ যাবো আমার প্রজেক্ট-এর কাজে। বললেন তা'হলে আমি কালই আসছি। অন্তত কিছু আলাপ আলোচনা করে রাখি। অগত্যা, বললাম আসেন।

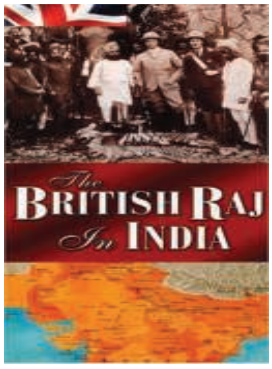

সকালে কামাল তাঁর ক্যামেরা নিয়ে হাজির। বললেন – ধরুন আমাদের প্রবাসী প্রজন্মের কিছু ছেলেমেয়ে আপনার সামনে বসে আছে ওদের আপনি বাংলাদেশের ইতিহাসটা খুব সংক্ষেপ করে বলছেন। মনে করুন সেই ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে ১৯৭১-সালের ষোলই ডিসেম্বর পর্যন্ত। তবে একুশের আন্দোলনের কথাটাও বিশেষভাবে থাকবে। জিজ্ঞেস করলাম কতক্ষণের জন্য। বললেন দশ পনেরো মিনিট। আমি উপস্থিত যা আমার মাথায় এলো বললাম। তিনি ক্যামেরার বোতাম টিপে আছেন। কিছুক্ষণ পর

বললেন – আপনি কাপড়টা বদলিয়ে পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে আসুন দেখি কেমন দেখায়। তারপর আবার পুরো জিনিসটা ক্যামেরায় বন্দী করলেন। বললেন ভাই – আমার মনে হয় আর স্ক্রীপট লাগবে না। আমার যা প্রয়োজন পেয়ে গেছি। দুপুর গড়িয়ে তখন বিকেল ছুঁই ছুঁই। সত্যি বলতে আমার অবস্থা তখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'। বললাম আপনি আপনার ভিডিও ক্লিপস আর আজকের অংশটুকু নিয়ে একটা গবেষণা করে দেখুন কেমন কি করা যাবে, আমি ফিরে এসে তারপর যথাযথ স্ক্রীপট করে আমরা প্রজন্মের জন্য 'এ আমার ইতিহাস এ আমার বুকে' ডকু-ফিল্মটা করবো। নামটা তাঁরই দেয়া।

ফিরে এসে কামালের সাথে যোগাযোগ করলাম তিনি বললেন হাঁ আমি মোটামুটি একটা তৈরীই করে ফেলেছি। খুব একটা খারাপ হয়েছে বলে মনে হয়না। আপনাকে দেখাবো। বললাম ওখানে আমি সেদিন উপস্থিত যা মাথায় এসেছে কাগজ কলম ছাড়া তাই বলেছি। বলাটা অনেক জায়গাতে প্রজন্মের জন্য একটু কঠিন বাংলা হয়ে গেছে বলে আমার মনে হয়েছে। যাহোক, আমরা ওসব শুধরে নিয়ে একটা ফাইনাল কপি করবো।

এরপর আট বছর পার হয়েছে আমি কোনদিন ভিডিওটার মুখ দেখিনি। যখনই কামালকে বলেছি মিষ্টি সেই মুচকী হাসিটা দিয়ে বলেছেন – দেবো। পথে ঘাটে মেলায় আড্ডায় আমার একই কথা। তাঁরও সেই এক কথা – দেবো। তবে ক্রমশঃ বুঝতে পেরেছি তাঁর কোথাও একটা অভিমান লুকিয়ে আছে হয়তো বা এটা করতে গিয়ে কোনভাবে কষ্ট পেয়েছেন যার জন্য তিনি ওটা কাওকে দিতে চান না। আমি বারবারই ভাবি হয়তো তাঁর রাগ অভিমান যাই হোক তা আমার ওপরই। সেটাও জানতে চেয়ে বিনীত ক্ষমাও চেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে জিভে কামড় দিয়ে বলেছেন ছিঃ ছিঃ অমন কথা কখনো বলবেন না। তবুও বলেন না কেন দিচ্ছেন না। স্বদেশ বার্তায় যখন কলাম লিখতাম তখন আমার কলামেও দু একবার লিখেছি – কামাল আপনার পেন্ডোরার বাক্স থেকে ওটা একটু বের করুন একবার অন্তত দেখি। শত চেষ্টা করেও জানতে পারিনি কোন হেতু।

সপ্তাহ কয়েক আগে এক আড্ডায় ভাবিসহ কামালকে পেলাম। বরাবরের মতই বললাম কামাল আট বছর হয়ে গেলো এখনো দেখালেন না। পরে ভাবিকেই বললাম – ভাবি আপনি একটু জানার চেষ্টা করুন তো কামালের অভিমানটা কোথায়? শিল্পী মাত্রই অভিমানী আমি জানি এবং মানি। এদেশে আসার আগে নিজ দেশে কামাল কাজ করেছেন তথ্য-মন্ত্রনালয়ে, ইটিভিতে, বাংলাদেশ বিমানে এবং আরো কিছু বিজ্ঞাপনী সংস্থায়। পাকা হাত তাঁর। পেশাদারী কাজের ফাঁকে ফাঁকে আত্মার খোরাকের জন্য ক্যামেরার কারসাজি দিয়ে করেছেন নানান নান্দনিক শিল্পকর্ম। আর এর সবকিছুর বিষয়বস্তুই হলো দেশ – তাঁর প্রিয় জন্মভূমি।

গত বারো মার্চ শনিবার অলিম্পিক মাঠে বাংলাদেশ মেলায় ভাবির সাথে দেখা। বললেন আপনার জন্য একটা সারপ্রাইজ কবিতা ভাবির কাছে দিয়েছি। বাসায় গিয়ে দেখবেন।

দীর্ঘ আট বছর অপেক্ষার পর প্রথমবারের মত দেখলাম ‘এ আমার ইতিহাস এ আমার বুকে’ ভিডিওটা।

এবার আমার অভিমানের পালা। নিজের অংশটুকু (যেটা আমার মন মত হয়নি এবং মন মত করার সুযোগও পাইনি) বাদ দিলে যে তথ্য সম্বলিত উপাদান রয়েছে তা আমাদের অনেকের সংগ্রহে নেই। অনেক কিছু হয়তো জানাও নেই। যদিও এর উপাদান গুলোর অধিকাংশই কামালের সংগ্রহ করা (ইটিভি, বিটিভি, তথ্যমন্ত্রণালয় থেকে) তবুও এমন পরিকল্পনায় এমন সংযোজন অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। আর তিনি কিনা তা বাক্স বন্দী করে রাখলেন দীর্ঘ আটটি বছর। অভিমানে দুঃখে রাগে আমি স্থির করেছি সিডনিবাসি-বাংলা.কম–এ আমার ‘অল্প-স্বল্প গল্প’ কলামের অংশ হিসেবে ওটা আমি তুলে ধরবো। এখন ওটা কামালের হাতের বাইরে (কৃতজ্ঞ সিডনিবাসি-বাংলা.কম, অশেষ ধন্যবাদ)।

জানি অনেক ত্রুটি রয়েছে এ সৃষ্টির পেছনে বিশেষ করে আমার অংশটুকু যা আমি করেছি সম্পূর্ন বিনা প্রস্তুতিতে তবু ভেবেছি মানুষ জানুক এক নির্ভতচারী শিল্পীর আহত অভিমানের কথা। দেখুক নিখুঁত এবং চূড়ান্ত পরিস্ফুটনের অপেক্ষায় ইতিহাসের সাক্ষ্যসম্বলিত তথ্যচিত্র ‘এ আমার ইতিহাস এ আমার বুকে’।

চল্লিশতম স্বাধীনতা দিবসে অসমাপ্ত এ কাজটি অনেক অসমাপ্ত কাজের কথা মনে করিয়ে দেবে।